গাংনীতে গাঁজাসহ মাদক দুই ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে অভিযান চালিয়ে ১ গাঁজাসহ শ্রী সঞ্জয় কুমার দাস (২৫) ও শ্রী প্রশান্ত কুমার দাস (২৩) নামের দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের একটি দল।

গতকাল বুধবার রাতে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বেতবাড়ীয়া বাজার এলাকা থেকে তাদের কে গ্রেফতার করা হয়। শ্রী সঞ্জয় কুমার দাস বেতবাড়ীয়া দাস পাড়া এলাকার শ্রী ভবত দাসের ছেলে এবং শ্রী প্রশান্ত কুমার দাস একই এলাকার শ্রী রবি দাসের ছেলে।

জানা গেছে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মেহেরপুর ডিবি পুলিশের এসআই অজয় কুমার কুন্ডুর নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে বেতবাড়ীয়া বাজার এলাকায় অভিযান চালায়।

এ সময় শ্রী সঞ্জয় কুমার দাস ও শ্রী প্রশান্ত কুমার দাস কে আটক করার পর তাদের কাছ থেকে ১ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় গাংনী থানায় একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে।

জীবননগরে জাল টাকাসহ আটক-২

জীবননগর থানা পুলিশের অভিযানে ৫০টাকার জাল নোটসহ দুই জনকে আটক করেছে পুলিশ।

বুধবার আনুমানিক সন্ধ্যা ৭টার দিকে জীবননগর থানার অফিসার ইনচাজ (ওসি) মোঃ আব্দুল খালেকের নির্দেশে জীবননগর থানার এস আই আমির হোসেন সঙ্গীয় ফোস নিয়ে গোপন সংবাদের ভিক্তিত্বে জীবননগর পৌর শহরের শাপলা প্লাজার শহিদুলের চায়ের দোকানের সামনের থেকে ৬২পিচ ৫০ টাকার জাল নোট সহ মহেশপুর উপজেলার জোহা গ্রামের আলী আকবরের ছেলে ইমন হোসেন (১৭)এবং একই উপজেলার হাবাস পুর গ্রামের আক্তার

হোসেনের ছেলে মেহেদী হাসানকে(১৬) আটক করে। এ ব্যাপারে জীবননগর থানায় একটি মামলা হয়েছে।

দর্শনা আকন্দবাড়িয়ায় হামিদা গঙের হামলায় কৃষক আজিজুল জখম

দর্শনা আকন্দবাড়িয়ায় কৃষক আজিজুলকে পিটিয়ে জখমের অভিযোগ উঠেছে একই এলাকার হামিদা গঙদের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার দুপুর পৌনে ১ টার দিকে গ্রামের কেরুজ মাঠের পার্শ্বে রাস্তার ধারে ঘটনাটি ঘটে।

এতে মারাত্বক ভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছে। উক্ত ঘটনায় হামিদা সহ ছেলে মনিরুল মোল্লা, মেয়ে শেফা ও আলামিন নামের আরও একজনের বিরুদ্ধে থানা পুলিশে অভিযোগ করেছে।

অভিযোগে জানা যায়, গতকাল মঙ্গলবার দুপুর পৌনে ১টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন বেগমপুর ইউনিয়নের আকন্দবাড়িয়া গ্রামের স্কুল পাড়ার মৃত শমসের আলীর ছেলে আজিজুল হক বাড়ির পার্শ্ববর্তী আকন্দবাড়িয়া কেরুজ চিনিকলের অধিনস্থ মাঠের পাশের রাস্তায় ঝোড়-ঝাপ কাটছিল। এসময় একই এলাকার লালুর ছেলে মনিরুল মোল্লা (২৮), মেয়ে শেফা (৩০) লালুর স্ত্রী হামিদা (৫২) ও জাহিদুলের ছেলে আলামিন অহেতুক ভাবে আজিজুলকে গালিগালাজ করতে থাকে।

ফলে তাকে গালিগালাজ করার উদ্দশ্য জানতে চাইলে রাস্তার পার্শ্বে থাকা কচা গাছের ডাল ও কাঠের বাইলধারা দিয়ে বেধরক ভাবে পিটাতে থাকে। এতে করে রক্তাক্ত জখম সহ মারাত্বক ভাবে আহত হয় কৃষক আজিজুল হক। এসময় তার আত্মচিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে উদ্ধার করে। এরপর পরিবারের লোকজন তাকে চিকিৎসার জন্য দামুড়হুদা উপজেলা চিৎলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হাসপাতালে নেয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফিরেছে আজিজুল হক।

আজিজুল অভিযোগ করে বলেন, আমার বাড়ির পার্শ্বে কেরুজ চিনিকলের অধিনস্থ আকন্দবাড়িয়া ফার্মের আওতায় কিছু জমি রয়েছে চাষের

অনুপযোগী। এ জমি চাষের জন্য জমিতে থাকা বন-জোঙ্গল

আমি পরিস্কার-পরিছন্ন করে সেখানে বিভিন্ন ধরনের সাথী ফসলের খাটো আবাদ করছি। ওই জমির মধ্যে আবাদি ফসল প্রতিবেশী লালুর স্ত্রী আলোচিত মাদক ব্যবসায়ী হামিদা ও তার গৃহপালিত ছাগল দিয়ে বিনষ্ট করছে। এনিয়ে কয়েকদিন ধরে বিরোধ চলে আসছিল। এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল মঙ্গলবার দুপুর পৌনে ১টার দিকে জমির পার্শ্বে সড়কের ধারের ঝোড়-ঝাপ কেটে পরিস্কার করছিলাম। এসময় ঝোড় পরিস্কার করা নিয়ে হামিদা ও ছেলে মনিরুল মোল্লা এনিয়ে আমার সাথে ঝগড়া-বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। এরই একপর্যায় লালুর স্ত্রী হামিদা, ছেলে মনিরুল, মেয়ে শেফা ও জাহিদুলের ছেলে আলামিন রাস্তার পার্শ্বে থাকা কচা গাছের ডাল ও কাঠের তৈরী বাইলধারা নিয়ে অতর্কিত ভাবে হামলা চালায় এবং আমাকে টেনে-হেঁচরে হামিদার বাড়ির মধ্য নিয়ে বেধরক ভাবে মারধর শুরু করে। এতে আমি রক্তাক্ত জখম হওয়া সহ মারাত্বক ভাবে আহত হয়।

এসময় আমার আর্তচিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে। পরে পরিবারের লোকজন খবর পেয়ে আমাকে চিকিৎসার জন্য দামুড়হুদা উপজেলা চিৎলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হাসপাতালে নেয়। সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক জানায়, সে ব্যাপক আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ায় তার বুকে ইঞ্জুরী হয়েছে।

হামলার কারণ হিসাবে আজিজুল আরও বলেন, হামিদা একজন চিহিৃত মাদক ব্যবসায়ী। তার ধারনা ঝোড়-ঝাপের মধ্যে হয়তো মাদক লুকিয়ে রাখতো। আমি ঝোড় কাটাতে তাদের হিংসা হওয়ায় আমার উপর হামলা চালানো হয়েছে।

এবিষয়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দর্শনা থানা পুলিশে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে।

আলমডাঙ্গায় ভোক্তা অধিকার

আইনে অসীম সাহাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

আলমডাঙ্গায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে মেয়াদ উত্তীর্ণ আটা বিক্রয়ের দায়ে দোকান মালিককে জরিমানা করা হয়েছে। মঙ্গলবার আলমডাঙ্গার আসাননগরে মেসার্স অন্নপূর্ণা ট্রেডার্সকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করে।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর সূত্রে জানাযায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নের আসাননগরে অবস্থিত মেসার্স অন্নপূর্ণা ট্রেডার্স দীর্ঘদিন বসুন্ধরা গ্রুপের ডিলার হিসাবে পাইকারি ও খুচরা ব্যবসা করে।

ব্যবসার আড়ালে বসুন্ধরা গ্রুপের মেয়াদ উত্তীর্ণ আটায় নকল মেয়াদ বসিয়ে বাজারজাত করছে। এমন অভিযোগের ভিত্তিতে মঙ্গলবার চুয়াডাঙ্গা ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তর অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে বসুন্ধরা গ্রুপের ডিলারের গোডাউনে মেয়াদ উত্তীর্ণ আটা পাওয়ায় ডিলার মালিক অসীম সাহাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। এছাড়াও মেয়াদ উত্তীর্ণ আটা গুলো নষ্ট করে ও সিলের সরঞ্জামগুলো ধ্বংস করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক জনাব সজল আহমেদ। অভিযানে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা থানার এস আই তারিফ সঙ্গী ফোর্স।

গাংনীতে শিশু ধর্ষণ মামলার আসামী সাহারবাটির লাল্টু গ্রেপ্তার

মেহেরপুরের গাংনীতে ৫ বছরের শিশু ধর্ষণ মামলার প্রধান আসামী

মোখলেছুর রহমান লাল্টুকে গ্রেফতার করেছে ঝিনাইদহ র্যাব ৬।
গত রোববার রাতে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানার সীমান্তবর্তী বড়বলদিয়া গ্রাম থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

সোমবার দুপুরে ঝিনাইদহ র্যাব ক্যাম্পে প্রেস বিফ্রিংএ র্যাব জানায়, গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের ৫ বছরের শিশু ধর্ষণ মামলার একমাত্র আসামী চুয়াডাঙ্গার বড়বলদিয়া গ্রামে অবস্থান করছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের পর দুপুরে তাকে গাংনী থানায় সোপর্দ করে র্যাব।

গত ১৭ অক্টোবর সাহারবাটি গ্রামের বাঙ্গালপাড়ায় ব্র্যাক স্কুলের নার্সারী পড়ুয়া ৫ বছরের এক কন্যা শিশুকে চকলেটের লোভ দেখিয়ে ধর্ষণ করে লাল্টু। এ ঘটনা পরিবারের লোকজন জানতে পারলে নির্যাতিতার মা বাদী হয়ে লাল্টুকে আসামী করে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করে। এরপর থেকেই পলাতক ছিল লাল্টু। লাল্টুর গ্রেপ্তার সংবাদে সর্বচ্চ শাস্তি দাবী করেছে এলাকাবাসী।

আলমডাঙ্গায় পুলিশের উপর হামলায় আটক-২

আলমডাঙ্গার ডাউকি ইউনিয়ন নির্বাচন পরবর্তী পুলিশের উপর হামলা ও গাড়ির ভাঙচুরের মামলায় ২ জনকে আটক করেছে পুলিশ। গত শনিবার রাতে পুলিশি অভিযানে বকসিপুর গ্রাম থেকে তাদের আটক করা হয়।

আটকৃতরা হলো-ডাউকি ইউনিয়নের মাধবপুর গ্রামের খলিলুর রহমানের ছেলে আব্দুল খালেক(৩৮) ও বকসিপুর গ্রামের ইনাজ মালিথার ছেলে হাশেম মালিথা (৫৫)।

উল্লেখ্য, গত ১ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় সতন্ত্র প্রার্থী নাজমুল হুসাইনের উপর অতর্কিত হামলা চালায় নির্বাচিত নৌকার সমর্থনকারীরা। বিগত ২৮ শে নভেম্বর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ডাউকি ইউনিয়নে সতন্ত্রপ্রার্থী হিসাবে অংশ নেয় নাজমুল হুসাইন।

এ নির্বাচনকে ঘিরে বিরোধ সৃষ্টি হয়। গত ১ ডিসেম্বর তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাজমুল হুসাইনের উপর হামলা চালায় নৌকার বিজয়ীর সমর্থকরা।এতে গুরুত্বর আহত অবস্থায় কুষ্টিয়া থেকে ঢাকায় রেফার্ড করা হয়। নাজমুলের উপর হামলার ঘটনায় ডাউকি ইউনিয়ন ও আলমডাঙ্গায় সেচ্ছাসেবকলীগের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ মিছিল করে ।

এদিকে, নাজমুলের হামলার পর নৌকার প্রার্থীর সমর্থনকারীরা হাউসপুর হঠাৎ পাড়ায় পূণরায় অবস্থান নেয়। এ খবরে আলমডাঙ্গা থানার ওসি অপারেশন সহ ৪ জন ঘটনাস্থলে পৌছায়। পুলিশকে লখ্য করে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। এ অবস্থায় পুলিশ পিছু হাটলে তাদের দুটি মোটরসাইকেল ভাঙচুর করে। ইট-পাটকেলের আঘাতে ৪ পুলিশ আহত হয়।

এ ঘটনায় পুলিশ বাদি হয়ে আলমডাঙ্গা থানা ৪৫ জনের নাম উল্লেখসহ ১৫০-২০০জন অজ্ঞাত ব্যাক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। এ মামলায় প্রথম দিনে তিন জন আটক করে। ৪ই ডিসেম্বর ২ জনকে আটক করে।

দেশীয় অস্ত্রসহ ঝিনাইদহে ৫জন গ্রেফতার

ঝিনাইদহে দেশীয় অস্ত্রসহ ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শুক্রবার রাতে সদর উপজেলার হরিশংকরপুর ইউনিয়নের পোড়াবাকড়ি গ্রাম থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতারকৃতরা হলো-সদর উপজেলার নরহরিদ্রা গ্রামের মৃত রওশন শেখের ছেলে রিমন হোসেন (১৮), সুজন শেখ (২১), শমসের মোল্লার ছেলে ময়েন হোসেন (২০), মনিরুল ইসলামের ছেলে সবুজ হোসেন (২২) ও শৈলকুপা উপজেলার শেখরা গ্রামের বিকাশ বিশ্বাস (৩৫)।
ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি শেখ মোহাম্মদ সোহেল রানা জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তারা জানতে পারে কিছু ব্যক্তি পোড়াবাকড়ি গ্রামে ডাকাতির প্রস্তুতি নিচ্ছে।

এমন সংবাদের ভিত্তিতে হরিশংকরপুর পুলিশ ফাঁড়ির এস আই ফারুক হোসেন সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে সেখানে অভিযান চালায়। সেসময় ৩ টি ধারালো অস্ত্রসহ ৪ জন ও পরে ১ জনকে আটক করা হয়।

এ ঘটনায় শনিবার সকালে এস আই ফারুক হোসেন বাদি হয়ে সদর থানায় ওই ৫ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতদের আসামী করে মামলা দায়ের করে ওই মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে আসামীদের আদালতে সোপর্দ করে।

আলমডাঙ্গায় স্বতন্ত্র প্রার্থীকে কুপিয়ে জখম

নির্বাচনী পরবর্তী সহিংসতায় আলমডাঙ্গা উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী নাজমুল হোসাইনকে বেধড়ক মারধরসহ দেশীয় অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করেছে নৌকা প্রতীকের বিজয়ী চেয়ারম্যান তরিকুল ইসলামসহ তার সমর্থকেরা।

বুধবার সন্ধার দিকে ডাউকি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে নাজমুল হোসাইনকে উদ্ধার করে আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেই। এসময় পুলিশের উপর হামলা চালিয়ে দুটি মোটরসাইকেল ও অজ্ঞাত ব্যাক্তির একটি মোটরসাইকেল ভাংচুর করে তারা।

এতে পুলিশের পরিদর্শকসহ চারজন আহত হয়। আহত নাজমুল ইসলামের অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিতসার জন্য চিকিতসক কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন। আহত নাজমুল হোসাইন আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গার ডাউকি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে বিজয়ী নৌকার চেয়ারম্যান তরিকুল ইসলাম। গতকাল বুধবার নির্বাচনি পরবর্তী স্বতন্ত্র প্রার্থী নাজমুল হুসাইনের উপর অতর্কিত হামলা চালায়। এতে স্বতন্ত্র প্রার্থী তরিকুলের সমর্থিত লোকজন নাজমুলকে মারপিট ও কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করে। গুরুত্বর অবস্থায় তাকে হারদি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে কর্তব্যরত চিকিৎসক কুষ্টিয়ায় রেফার করে।

এ ঘটনায় রাত ৯টার দিকে আলমডাঙ্গা উপজেলা সেচ্ছাসেবকলীগের পক্ষ

থেকে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। চুয়াডাঙ্গা জেলা সেচ্ছাসেবকলীগের সভাপতি ওবাইদুর রহমান চৌধুরী জিপুর নির্দেশে আলমডাঙ্গার সেচ্ছাসেবকলীগের সভাপতি শরিফুল ইসলাম রিফাত ২৪ ঘন্টার আল্টিমেটাম দেন। এ সময়ের মধ্যে অভিযুক্তদের আটক ও চেয়ারম্যান থেকে প্রত্যাহার না করা হলে কঠোর আন্দোলনের হুশিয়ারি দেয়।

ডাউকি ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সদস্য আব্দুল কুদ্দুস বলেন, বুধবার সন্ধার দিকে ডাউকি ইউনিয়ন পরিষদের স্বতন্ত্র প্রার্থী নাজমুল হোসাইনকে লাঠিসোটা ও জেআই পাইপসহ দেশীয় অস্ত্র দিয়ে বেধড়ক মারপিট করে নৌকা প্রতীকের বিজয়ী চেয়ারম্যান তরিকুল ইসলামসহ তার কর্মীরা। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছালে তারা পালিয়ে যায়। পরে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেই।

আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহবায়ক রিফাত বলেন, আমাদের আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও ডাউকি ইউনিয়নের স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী নাজমুল হোসাইনকে মারধর করেছে নৌকার প্রতীকের বিজয়ী চেয়ারম্যান তরিকুল ইসলাম। এঘটনার পর আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের উদ্দ্যোগে শহরে বিক্ষোপ মিছিল বের করে। চেয়ারম্যান থেকে প্রত্যাহার ও ২৪ ঘন্টার মধ্যে তরিকুল ইসলামকে গ্রেফতার না করলে আমরা কঠোর আন্দোলনে যাবো আমরা।

এদিকে নাজমুল ইসলামকে মারধরের খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছায়। এতে নৌকা প্রতীকের বিজয়ী চেয়ারম্যান তরিকুল ইসলামের কর্মীদের সাথে পুলিশের সাথে ধাওয়া ও পালটা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এতে পুলিশের দুইটা এবং অজ্ঞাত ব্যক্তি একটি মোটরসাইকেল ভাংচুর করে। এসময় আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের পরিদর্শক (অপারেশন) মাহবুব হোসেন, উপ-পরিদর্শক (এসআই) শরিফুল,কনেস্টবল শাওন, মামুন আহত হয়।

আলমডাঙ্গা থানার পুলিশ পরিদর্শক (অপারেশন) শরিফুল ইসলাম বলেন, ডাউকি ইউনিয়নের নৌকা প্রতীকের বিজয়ী চেয়ারম্যান তরিকুল ইসলামের কর্মীরা স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী নাজমুল ইসলামকে মারধর করে। খবর পেয়ে উপস্থিত হলে পুলিশের উপর হামলার ঘটনা ঘটে। চার পুলিশ সদস্য আহত হয় এবং পুলিশের দুটি মোটরসাইকেল ভাংচুরের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আইনগত বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

গাংনীর কল্যাণপুর থেকে পরিত্যাক্ত অবস্থায় ১৯ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার

পরিত্যাক্ত অবস্থায় ১৯ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করেছে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। বুধবার বিকালে গাংনী উপজেলার কল্যাণপুর গ্রামে মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে পরিত্যাক্ত অবস্থায় ফেনসিডিলগুলো উদ্ধার করা হয়।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) উপপরিদর্শক (এসআই) অজয় কুন্ডুর নেতৃত্বে এসআই বিশ্বজিৎ সরকার সহ ডিবি সদস্যরা অভিযানে অংশ নেন। এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে গাংনী থানায় একটি মামলা হয়েছে।

গাংনীতে সড়কে ধান রাখার জেরে সংঘর্ষে উভয়পক্ষের ৬ জন আহত

গাংনী উপজেলার ধর্মচাকী গ্রামের দক্ষিণপাড়ায় পথে ধান রাখাকে কেন্দ্র সৃষ্ঠ সংর্ঘেষ উভয় পক্ষের ৬ জন মারাত্বক আহত হয়েছেন।

এক পক্ষের আহতরা হলেন, মাহাবুল হকের ছেলে সাদ্দাম হোসেন (৩৫), ইয়ার আলীর ছেলে আফাজ উদ্দীন ওরফে ফকির (৪৫) ও মনিরুল ইসলাম (৫৫)।

অপরপক্ষের আহতরা হলেন ইয়াসিন আলীর ছেলে আসমত আলী (৪৫), হারুন অর রশিদের ছেলে স্থানীয় মসজিদের ইমাম আব্দুল কাদের (হুজুর) (৫০) ও মুস্তাক আলীর ছেলে সেলিম হোসেন (৪০)।

বুধবার দিবাগত রাত ৮ টার দিকে গাংনী উপজেলার ধর্মচাকী গ্রামের

দক্ষিণপাড়া এলাকায় এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। আহতর সবাই গাংনী উপজেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

গাংনী উপজেলা হাসপাতালের জরুরী বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক বোধাদিপ্ত দাশ (বিডি দাশ) জানান, আহতদের সকলেরই মাথায় হাতুড়ি, ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে।

আহত সেলিম রেজা জানান, মোস্তাক আলীর পথের উপর প্রতিবেশী সাইফুল ইসলাম পথ দখল করে ধান রেখেছে। তাকে পথের উপর ধান রাখতে নিষেধ করলে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন সাইফুল ইসলাম তার লোকজন। এক পর্যায়ে আফাজ উদ্দীন হাতুড়ি দিয়ে হাফেজ কাদেরের মাথায় আঘাত করলে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এরপর শুরু হয় দুপক্ষের মধ্যে সংর্ঘষ।

এদিকে সাদ্দাম হোসেন জানান, গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মোস্তাক হোসেন তার নিজের পথের উপর ধান রাখলে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে মোস্তাক হোসেনের ছেলে সুজন (২৫) ও মনিরুজ্জামানকে পিটিয়ে আহত করেন প্রতিপক্ষরা। সে ঘটনার জের ধরে আবারও আজকে বুধবার রাতে তারা আমাদের উপর হামলা করে আমাদের লোকজনকে আহত করেন। তারা উভয়ে জানান, এ বিষয়ে মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছি আমরা।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, খবর আসার সাথে সাখে ওই গ্রামে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে গ্রামে শান্ত পরিস্থিতি রয়েছে। মামলা দিয়ে তাদের মামলা নথিভূক্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।